সা ত দি ন

২৬ নবেম্বর : সিইসির সঙ্গে বৈঠকে দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা করেছে আওয়ামী লীগ।

২৭ নবেম্বর : মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতির পিতার পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২৮ নবেম্বর : জাতির পিতার পরিবার সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) আইন ২০০১ বিল জাতীয় সাংসদে উত্থাপিত হয়েছে।

যে সব ব্যাংকের বয়স ৫ বছর হয়নি সে সব ব্যাংকে সরকারি টাকা না রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

কোন আইনগত অধিকার বলে ঢাবি'র ভিসি পদে অধিষ্ঠিত আছেন তার কারণ দর্শানোর জন্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর প্রতি রুল জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

২৯ নবেম্বর : মেহেদিগঞ্জের শ্রীপুরে তেঁতুলিয়া নদীতে কোকো'র ধাক্কায় যাত্রীবাহী লঞ্চ জাহাঙ্গীর নিমজ্জিত হয়ে প্রায় ৫ জনের সলিল সমাধি।

ঈদের পর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যাবার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

৩০ নবেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানে কূটনৈতিক কোরের ডীন ইফতার পার্টির আয়োজন করেছেন। ৫টি লাশসহ নিমজ্জিত লঞ্চ জাহাঙ্গীর উদ্ধার।

১ ডিসেম্বর : বিশ্ব এইড্‌স ও জাতীয় যুব দিবস পালিত।

২ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনা- শেখ রেহানা নিরাপত্তা আইন বাতিলের মধ্য দিয়ে ৮ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন সমাপ্ত।

জাতির পিতার পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রতিবাদে সারাদেশে আওয়ামী লীগ আহুত ৬টা-২টা হরতাল পালিত।

অঙ্গীকার ভঙ্গের হরতাল

ক্ষমতাসীন থাকাকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলে গেলে হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আওয়ামী লীগ দেড় মাসের মধ্যে হরতাল পালন করলো। আওয়ামী লীগের হরতালের প্রতি জনগণের সায় ছিলো না। তবে আহুত হরতাল প্রতিরোধে সরকারের দমননীতি জনগণকে হতচকিত করেছে... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বার বার জনসভায় বলেছিলেন, বিরোধী দলে গেলে তিনি হরতাল করবেন না। একই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাক সফরে আসা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে দেড় মাস অতিবাহিত না করতেই এপ্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছে। আবারও শুরু হয়েছে হরতালের রাজনীতি।

জাতির জনকের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা বিল বাতিল, অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ঢাকায় ২ ডিসেম্বর দুপুর দুইটা পর্যন্ত হরতাল ডাকে। আওয়ামী লীগের হঠাৎ ডাকা হরতালে অনেকেই বিস্মিত হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের আহূত হরতালে ক্ষমতাসীন দলের বেধড়ক হামলার দৃশ্য সাধারণ গণতন্ত্রমনা মানুষকে হতচকিত করেছে। ক্ষমতাসীন দল ও প্রধান বিরোধী দলের মারমুখী অবস্থানে রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের হরতাল প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। দেশের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে হরতাল হয়েছে সোয়া তিন বছর। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে দেশে ২২ দিন হরতাল হয়েছে। জিয়া সরকারের সময় ৫৯ দিন হরতাল পালিত হয়।

আওয়ামী লীগ আহুত হরতাল দমননীতি নিয়েছে সরকার

এরশাদ আমলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল ৩২৮ দিন পালিত হয়েছে। খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো ৪১৬ দিন হরতাল পালন করে। আওয়ামী সরকারের সময়কালে বিএনপি ও জোট মিলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে তিনশ' দিন হরতাল করেছে। ফলে বিগত প্রতিটি সরকারের কার্যক্রম হরতাল দ্বারা হয়েছে ব্যাহত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি। থমকে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন কার্যক্রম। একদিন হরতাল হলে শুধু গার্মেন্টস সেক্টরেই একশ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বর্তমান দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি হরতালের কারণে আরো বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আওয়ামী লীগের হরতাল কর্মসূচিতে জনগণের তেমন সায় ছিল না। হরতাল মূলত পালিত হয়েছে পল্টনে। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে। ঢাকার মহল্লাগুলোতে হরতালের সমর্থনে মহল্লাগুলোতে কোনো মিছিল বের হয়নি। অথচ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন আওয়ামী নেতা মোফাজ্জল হোসেন মায়া, হাজী সেলিম, মকবুল, ইকবাল, সাবেরের নেতৃত্বে প্রতি ওয়ার্ডেই হরতালবিরোধী মিছিল হতো। আওয়ামী লীগের এই দুঃসময়ে বসন্তের পাখিরা গা-ঢাকা দিয়েছে। রাস্তায় আবারও মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাকের মতো ত্যাগী নেতাদের নেমে আসতে হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের হার্ডলাইনের হরতালমুখী কার্যক্রম জনগণ গ্রহণ করছে না। তেমনি ক্ষমতাসীন দলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে সাধারণ জনগণ। আস্থা হারাচ্ছে জনগণ জোট সরকারের ওপর। সারা দেশে চলছে চাঁদাবাজির উৎসব। গত পঞ্চাশ দিনে সারা দেশে ৪৮৬ জন খুন হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটছে।

শাসকগোষ্ঠী বিরোধী দলের আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হরতালের মিছিল বন্ধ করতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ অফিস সহস্রাধিক পুলিশ ঘেরাও করেছিল। কয়েক দফা লাঠিচার্জ করেছে। ছুড়েছে টিয়ার গ্যাস। গ্রেপ্তার করেছে আওয়ামী লীগ কর্মীদের। হরতালে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ পল্টনে সমাবেশ করে। এই সমাবেশেও পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের ভাষণের সময় পুলিশ মাইক বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বিএনপি'র হরতালের সময় শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ নয়াপল্টন এলাকা এমনিভাবে অবরুদ্ধ করে রাখত। এ যেন একই চিত্রের আরো ভয়াবহ রূপ।

এদেশের গণতান্ত্রপ্রিয় মানুষ শান্তি চায়। তারা দেখতে চায় ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের আগে দেয়া সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তরিক থাকুক। বিরোধী দলের প্রতি হোক আরো সহনশীল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোয়াই দিয়ে তাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ এখনই জনগণকে ভাবিয়ে তুলছে।

হরতাল নয়, বিরোধী দলকে সংসদে গিয়ে জনগণের পক্ষে কথা বলতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে আন্দোলনের বিকল্পধারা। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের আবারও ভেবে দেখতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করলে তার ফল সুখকর হবে না।

দে • য়া • ল • লি • পি

মাছ কোচ খাওয়াচ্ছে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা, বাঙালি নিধনে পাক হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা, আল-বদর গঠন করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বিএনপি'র বদৌলতে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে একাত্তর বিধিতে আনা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে জামায়াত দলীয় সংসদ সদস্য গোলাম পারওয়ার শাহরিয়ার কবিরের মতো কবীর চৌধুরী, লায়লা হাসান, হাসান ইমাম, মুনতাসির মামুনকে দেশদ্রোহিতার দায়ে গ্রেপ্তার করে তাদের রিমান্ডে নিয়ে এসে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানিয়েছেন। এরা সবাই ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য হিসেবে জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের দাবিতে এ যাবৎ আন্দোলন করে আসছেন। বিএনপি'র জোট সরকারের শরিক হওয়ার সুযোগে বাংলা প্রবচনের মাছে কোচ খাওয়ানোর মতো জামায়াত এখন ঘাদানি নেতাদের ধাওয়া শুরু করেছে।

অবশেষে সেই হরতালই আবার

প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন বিরোধীদলে গেলেও তার দল কোনোদিন হরতাল করবে না। এই ঘোষণা দেবার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন তার এই ঘোষণা শর্তহীন। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীদলে যাবার দু'মাস না পেরোতেই আওয়ামী লীগ ঐ হরতালেই আবার ফিরে গেছে। আর যে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার ঐ ঘোষণার জবাবে 'প্রয়োজনে দু'দিন, তিন দিন লাগাতার হরতাল দেয়া হবে' বলে বলেছিলেন, তারাই এখন হরতালকে 'ফাজলামি' বলছেন। হরতাল নিয়ে অতীতের সেই ঝগড়ারই পুনরাবৃত্তি ঘটল আবার।

থ্রিপিস বনাম টুপিস

জাতীয় সংসদে বিরোধীদল না থাকলেও স্পিকার জমিরুদ্দিন সরকারকে তার স্বদলীয় মন্ত্রীদের বিরোধিতা ও বাক্যবাণের মুখে পড়তে হচ্ছে। আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদের সাথে স্পিকারের তীর্যক বাক্যবিনিময় প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদাও। এরা আবার সবাই পেশায় আইনজীবী ও ব্যারিস্টার। তবে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা স্পিকারের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য করেছেন তাদের পরিহিত স্যুট দিয়ে। স্পিকার যেখানে থ্রিপিস স্যুট পরেন, সেখানে ব্যারিস্টার হুদা পরেন টুপিস স্যুট। কথাটা নিজেই স্পিকারকে জানিয়েছেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা।

দখল-পুনর্দখলের খেলা

ক্ষমতালাভের পর আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনসমূহের হল দখল, অফিস দখল, প্রতিষ্ঠান দখলের নিন্দায় সর্বদা মুখর ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সে সময়ের বিরোধীদলের নেত্রী খালেদা জিয়া। কিন্তু এবার তার ক্ষমতার পালাতেই দেশের সর্বত্র চলছে এই দখল অভিযান। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল এবং এমপি হোস্টেলের স্যুইট দখল দিয়ে শুরু হলেও এখন সেটা বিস্তৃত হয়েছে টার্মিনাল, শিল্পাঞ্চলে সিবিএ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদ দখলের ঘটনায়। গণশৌচাগার দখলও বাদ থাকেনি। সর্বশেষ বিএনপি'র এই দখল অভিযানে পড়েছে রাজনৈতিক দলের অফিসও। আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র এই দখল-বেদখলের খেলা বাদ দিয়ে এখন নিজ দলের মধ্যে দখল-বেদখলের পালা শুরু হয়েছে। আর এই দখল-বেদখলের পালায় ত্রাহি অবস্থায় পড়েছেন দেশের জনগণ।

জাতীয় সংসদ

শুরুতেই অশুভের ইঙ্গিত

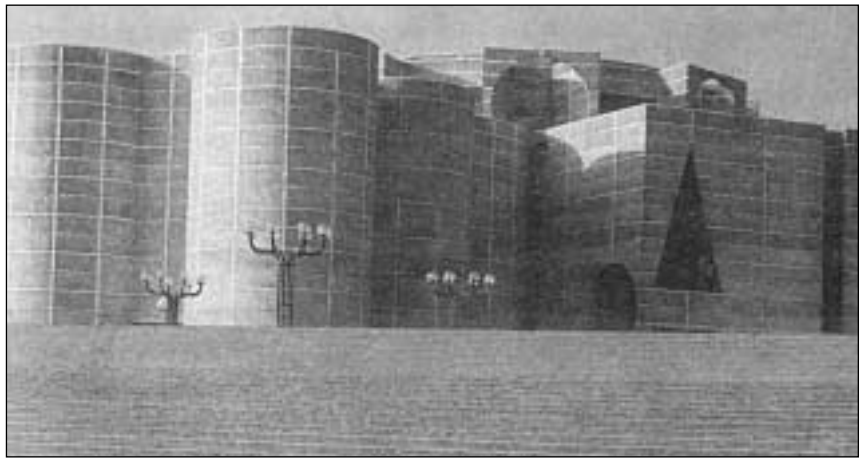

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

দু'শর ওপর সংসদ সদস্য ও ষাটজন মন্ত্রীর বহর নিয়েও বিএনপি জোট সরকার জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে পারেনি। বিরোধী দলবিহীন অবস্থায় প্রথম দিন থেকে খুঁড়িয়ে যাত্রা করলেও নিজেদের দলীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির কারণে অধিবেশনের শেষ সময়ে এসে সেই যাত্রাও থেমে যায়। জাতীয় সংসদের স্পিকার সংসদ সদস্যদের প্রতিদিন যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্মরণ করিয়ে দিলেও সংসদকে অধিবেশনের সমস্ত সময় জুড়েই কোরামহীনভাবে চলতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সংসদের সদস্য উপস্থিতির সংখ্যা এমন পর্যায়ে নেমে আসে, সে বিষয়ে একজন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে স্পিকারকে গত বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনই মুলতবি করে দিতে হয়। কোরাম পূরণ হওয়ার জন্য ঘন্টা বাজিয়ে সদস্যদের অধিবেশনে উপস্থিত করার কোনো ঝুঁকি নেননি তিনি। তবে সংসদের কার্যাবলীর ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও বিশেষ সুবিধার ব্যাপারে আগ্রহের কোনো অভাব দেখা যায়নি সংসদ সদস্যদের।

বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, পতাকা চাই

সংসদের কোরাম পূরণ না হলেও সংসদ সদস্যদের জন্য বাড়ি, গাড়ি আর পতাকার আন্দারে সরগরম হয়ে উঠেছিল নিষ্প্রাণ সংসদ অধিবেশন। এসব দাবিতে মন্ত্রীকে তারা এমন চেপে ধরেছিলেন যে, মন্ত্রীকে বলতে হয়েছিল 'এক নতুন বিরোধীদল' দেখছেন তিনি। মন্ত্রীর কাছে সংসদ সদস্যদের দাবি ছিল মন্ত্রীরা যেখানে এত সুবিধা পান সংসদ সদস্যরা তখন তা পাবেন না কেন। তাদের বদৌলতেই তারা মন্ত্রী। সুতরাং তাদেরও বাড়ি, গাড়ি ও পতাকা দিতে হবে। আর পতাকা না হলে নিদেনপক্ষে সংসদ সদস্যের ইনসিগমিয়া বা প্রতীক সংবলিত প্লেট এসব তাদের দাবি। কারণ তারা অনেক কষ্ট করে জনগণের ভোট নিয়ে সংসদে এসেছেন। তাদের মর্যাদা না দিলে মর্যাদা দেয়া হবে কাকে!

শুরুর দিন থেকে এক পায়ে যাত্রা

পাঁচ বছর পর নিয়মিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ গঠিত হলেও এবার সংসদ শুরুর দিন থেকে এক পায়ে যাত্রা শুরু করেছে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত বিএনপি সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার আগেই ওয়াকআউট দিয়ে এই সংসদের যাত্রা নাস্তি ঘটিয়েছিল। সপ্তম জাতীয় সংসদের দুই বছরাধিককাল পরেই তারা অব্যাহত সংসদ বর্জন করেছিল। এর আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদের তিন বছর না পুরতেই আওয়ামী লীগসহ সব বিরোধীদল সংসদ বর্জন করে এবং সেখানে আর ফিরে যায়নি। কিন্তু এবার সংসদ অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদ অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত রয়েছে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা প্রথমে শপথ নিতেই রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত শপথ নিলেও অদ্যাবধি তারা সংসদের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেয়নি। সংসদ সদস্যদের বেতন-ভাতাও তারা তোলেনি বলে কোনো কোনো সংবাদপত্র খবর দিয়েছে। তবে সেটা স্বাধীন সূত্র থেকে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সূত্র জানিয়েছিল, সংসদ কার্যদিবসের নব্বই দিনের মাঝে অধিবেশনে যোগ দেয়ার যে বাধ্যকতা রয়েছে তার মধ্যেই আওয়ামী লীগ সদস্যরা সংসদে যোগ দেবে। কিন্তু সরকারি দল হঠাৎ করেই শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জন্য প্রণীত বিশেষ নিরাপত্তা আইন– 'জাতির পিতার পরিবার সদস্যবর্গের নিরাপত্তা আইন' রহিত করে আইন প্রণয়ন করায় সেই সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ হয়ে গেল। সুতরাং সংসদের এই এক পায়ে চলা চলবে বলেই মনে হয়।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

সংসদের এলেবেলে পরিচালনা

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশবাসীর মধ্যে বড় ধরনের আশাবাদ জাগ্রত করলেও জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও তার পরিচালনা ইতিমধ্যেই তাদের ভীষণভাবে হতাশ করেছে। সংসদ অভিজ্ঞ পার্লামেন্টিরিয়ান ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকারকে স্পিকার নির্বাচিত করলেও তিনি এখনও সংসদ পরিচালনায় খুব একটা সাফল্য দেখাতে পারেননি। তার নিজ দলীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে মাঝে মাঝেই তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংসদ পরিচালনা নিয়ে। ডেপুটি

স্পিকারকে সংসদ পরিচালনার জন্য তিনি বিশেষ কোনো সুযোগ দেননি। স্পিকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সদস্যরা মাঝে মাঝেই পয়েন্ট অব অর্ডারে অনাবশ্যক বিষয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা চালিয়ে যান। স্পিকারের পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সেই পুরাতন ট্র্যাডিশন

সংসদ সদস্যদের বক্তৃতার ক্ষেত্রে সেই পুরাতন ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি ও বিরোধীদল নেত্রীর কুৎসা বলার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। স্তুতি এমন পর্যায়ের যে জাতীয় পার্টি থেকে বিএনপিতে সদ্য যোগদানকারী রুস্তম আলী ফরাজী প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষণ করার প্রস্তাব করেন। অথচ সংসদে আলোচনার মূল বিষয় ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব।

বিড়ম্বিত রাষ্ট্রপতি

অষ্টম জাতীয় সংসদের সূচনায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ এমন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যার এখনও ইতি ঘটেনি। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সাবেক হবার পরও রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন রেহাই পাননি। রাষ্ট্রপতির ভাষণে পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করায় তার বিরুদ্ধে অসমীচীন আচরণের অভিযোগ আনা হয়। অথচ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদিত ভাষণ পড়তে বাধ্য। এ ব্যাপারে যেটুকু ব্যতিক্রম করার সুযোগ ছিল তাও আওয়ামী লীগই রুলস অব বিজনেসে পরিবর্তন করে তা বন্ধ করে দিয়েছিল। অথচ এখন সে কারণেই সাবেক রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত হতে হচ্ছে। ফলে বিদায়কালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অনাবশ্যক বিতর্ক ও বিড়ম্বনার মুখে পড়েন। এই ঘটনা সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্নকেও সামনে এনেছে।

নির্যাতিত শিশুদের পাশে শেখ হাসিনা

নির্বাচন-পরবর্তীকালে সারা দেশে যেসব শিশু-কিশোর নির্যাতিত হচ্ছে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার সুধা সদনে বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভাগীয় সমন্বয়কারীদের মত-বিনিময় সভায় কর্মীদের প্রতি এই আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা কবি শামসুর রাহমান, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সন্তোষ গুপ্ত, আলহাজ মোঃ জহিরুল হক, কবরী সারোয়ার, মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, মীর মোশাররফ হোসেন পাকবীর, বিমান ভট্টাচার্য, সভাপতি মিয়া মনসফ, সাধারণ সম্পাদক শিরিন আকতার মঞ্জু ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। বিভাগীয় সমন্বয়কারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুসান আনোয়ার চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল মতিন, হাসান হাফিজুর রহমান, মনিরুজ্জামান জুয়েল, গৌতম কুমার, মশিউর রহমান মোর্শেদ, সাইফুল ইসলাম ও ফজলে আমিন নয়ন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিলেও জনগণের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যাবে না। তিনি আজকের প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কর্মীদের পরামর্শ দেন।

মহিলা সংরক্ষিত আসন ও কালো আইন বাতিলের ব্যবস্থা হয়নি

অষ্টম জাতীয় সংসদ প্রথম সংসদ যেখানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন নেই। ২০০০ সালে এতদসংক্রান্ত সাংবিধানিক মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বিগত সংসদে বিরোধীদলের অনুপস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকায় সংবিধান সংশোধন সম্ভব হয়নি। অবশ্য এতদসংক্রান্ত বিধান করার জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনো উদ্যোগও পূর্বতন সরকার নেয়নি। তাছাড়া মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের ব্যাপারেও কোনো সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দলসমূহ উপনীত হতে পারেনি। অবশ্য নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ ও বিএপি সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাতে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটলেও সেই লক্ষ্যে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই।

একই কথা জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে প্রযোজ্য। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। প্রধানমন্ত্রীও তার সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচিতে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। কিন্তু এতদসংক্রান্ত বিল সংসদে উত্থাপিত হয়নি। অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী উভয়ই সংসদে এই আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এই আইনের ব্যবহার হচ্ছে। বিএনপি'র নিজ দলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

সংসদ সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু নয়

নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ই সংসদকে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সকল বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু করার কথা বলেছিলেন। প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কাছেও উভয় দল সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার ও সরকারি দল যেমন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদকে আস্থায় নিচ্ছে না, তেমনি বিরোধীদল তাদের দাবি পূরণের জন্য রাজপথকেই বেছে নিয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার বিষয় তো বটেই, এই সংসদ কতদিন টিকতে পারবে এই নিয়েও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সংসদের একটি অধিবেশন দেখেই শেষ কথা বলে দেয়া যায় না। তবে সকালের সূর্যই বলে দেয় দিনটি কেমন যাবে, তেমনি সংসদের সূচনা অধিবেশন বলে দিচ্ছে অষ্টম জাতীয় সংসদ কি পরিণতি নেবে। ২০০১ সালের নির্বাচনে জনগণ বিপুল উৎসাহ নিয়ে ভোট দিলেও এই পরিণতি যে সুখকর হবে না সেটা বলে দেয়া যায়।

ফটিকছড়িতে শিবির ক্যাডার হত্যা

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

সন্ত্রাসের জনপদ ফটিকছড়ি আবারো রক্তাক্ত। শীর্ষ সন্ত্রাসী হুমায়ুন ও দিদার নিহত হলো ২৯ নবেম্বর। শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী হুমায়ুন ছাত্রলীগের মধ্যসারির ক্যাডার দিদারকে হত্যা করে। বীরদর্পে চলে যাবার সময় নিরস্ত্র দিদারের অস্ত্রধারী সহযোগী বাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়ে হাসপাতালে নেবার পথে হুমায়ুন মারা যায়। হুমায়ুনের গ্রেপ্তারের চেষ্টায় অসংখ্যবার পুলিশি তৎপরতা ব্যর্থ হয়েছে। ১৮টি হত্যা মামলাসহ প্রায় ৩০টি মামলার আসামি এবং অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলার সাসপেক্ট হুমায়ুন।

একজন মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কতোটা আনুকূল্য পেলে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয় স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন আসে। এলাকার ছোট-বড় সবার কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ এ বিষয়টি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই এই প্রতিবেদকের কাছে খোলাখুলি বলেন।

রাজনীতি এখন কোটি টাকার খেলা। অস্ত্র এবং ক্যাডার লালন টিকিয়ে রাখে রাজনীতির দক্ষ খেলোয়াড়দের। সেই চিত্রটিই বারবার উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দৃশ্যমান। এই খেলায় আওয়ামী লীগের এমপি রফিকুল আনোয়ার এবং সাবেক আওয়ামী লীগ ও

নিহত শিবির ক্যাডার হুমায়ুন

বর্তমান বিএনপি নেতা নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীর অস্তিত্বের লড়াইয়ের বিনিময়ে গত এক বছরে কমপক্ষে শ'খানেক লাশ পড়েছে ফটিকছড়ির মাটিতে।

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ থেকে নমিনেশন দেয়া হবে না জেনে বিএনপিতে যোগ দেন নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী। এরপর থেকে তার সাথে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সাংসদ রফিকুল আনোয়ারের লড়াই যেন তুঙ্গে ওঠে। এদিকে বিএনপি থেকে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে প্রার্থিতার সুযোগ দেয়া না হলেও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আর সেই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন না, তবে পরাজিত হলেন নির্বাচনী লড়াইয়ে। ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার শরীফের কাছাকাছি এলাকাতেই ছাত্রলীগের উত্তর জেলা সহসভাপতি দিদারের বাড়ি।

গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে তার প্রকাশ্য কর্মকান্ড ক্ষুব্ধ করে নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীকে। নীল নকশা আঁটেন দিদারকে সরানোর।

২৯ নবেম্বর বৃহস্পতিবার ফটিকছড়ির রাঙ্গামাটিয়ায় এবং সেখান থেকে এক ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে ইফতার সারেন। সাথে হুমায়ুন এবং তার ক্যাডার বাহিনীও ছিল। এই ইউপি চেয়ারম্যান বিভিন্ন সময়ে হুমায়ুন বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং এখন তার কাছে ১১টি এসএমজি রয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এলাকাবাসী জানান। সেই ইফতার পরবর্তী পদক্ষেপেই হুমায়ুন হত্যা করে ধুরুংকুল এলাকার নিউ স্টার টেইলার্সের সামনে চা পানরত দিদারকে। দিদারের পাশে ছিল গোপী (২৫)। পায়ে গুলিবিদ্ধ গোপী বর্তমানে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে গুলির শব্দে হুমায়ুনকে পাল্টা গুলি করে দিদারের সঙ্গী ক্যাডার। হুমায়ুনকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালের দিকে রওয়ানা দেয় তার বাহিনী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এ্যাম্বুলেন্সে। আরেকটি মাইক্রো এস্কট করে আসতে থাকে। পুলিশ ফলো করলে সেই

নাছির-হুমায়ুন উত্থান এবং...

চট্টগ্রামে জামায়াত শিবিরের রাজনীতি মূলত ফটিকছড়িতেই উত্থান। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ১৩ জন নেতা ছিল এখানে। পরবর্তীতে বিভিন্ন আদর্শিক বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব হতে হতে এক পর্যায়ে বিলীন হয়ে যায় জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যকলাপ– সাথি পরিচালনা কমিটির এক সাবেক নেতা এভাবেই বললেন জামায়াতের তৎপরতা প্রসঙ্গে। তবে জামায়াত-শিবিরের আশীর্বাদপুষ্ট মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল নাছিরের উত্থান এই এলাকারই হাটহাজারীর মন্দাকিনীতে। এ যেন মহাভারতের রাবণের চরিত্র। যার এক ফোঁটা রক্ত থেকে জন্ম নেয় দশ লাখ রাবণ। নাছির কারান্তরীণ বলে হুমায়ুন চালিয়েছে তার ক্যাডার বাহিনী।

নাছিরের সেকেন্ড ইন কমান্ড হুমায়ুন নাজিরহাট এলাকার পল্লী চিকিৎসক ইউসুফ খানের প্রথম পুত্র। গত নির্বাচনেও ইউসুফ খান আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায়। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ১৮টি হত্যা মামলাসহ প্রায় ৩০টি মামলা আছে বলে জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মোঃ আওরঙ্গজেব মাহবুব।

নাছির '৯৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসে গ্রেপ্তার হবার পর থেকে নাছির বাহিনী হুমায়ুন বাহিনী হয়ে যায়। কারাগারের ভেতর থেকে নাছির নিয়ন্ত্রণ করে প্রকাশ্যে ছিল হুমায়ুনের নেতৃত্ব। সম্প্রতি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর নাছিরের মুক্তি প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়লে হুমায়ুন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকে– আবার ডিমোশান হয়ে যাবে না তো তার? ভিন্ন বাহিনী গড়ার কথাও শোনা যায় হুমায়ুনের নেতৃত্বে। দ্বিগুণ উৎসাহে চাঁদাবাজি এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় চলতে থাকে। '৯১ সালের ৮ ডিসেম্বর হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদের জব্বারহাট যুবলীগ নেতা জাফরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সিজেকেএস রেফারি দিদারুল আলম এই তিনজনকে ব্রাশফায়ারে হত্যার মাধ্যমে হুমায়ুনের উত্থান বলে জানা যায়। হুমায়ুনের শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে উত্থানের পেছনে ফটিকছড়ির তৈয়ব বাহিনীপ্রধান চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এইচএম আবু তৈয়বের ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। লেখাপড়ায় প্রচন্ড অমনোযোগী হুমায়ুন নাজিরহাট কলেজিয়েট স্কুল থেকে '৮৭, '৮৮ দু'বার এসএসসি দিয়েও অকৃতকার্য হয়। তার গৃহশিক্ষক ছিল তৈয়ব বাহিনী প্রধান তৈয়ব। '৮৮ সালে তার কৈশোরের

মাইক্রো থেকে গুলি শুরু হয়। পরে মাইক্রোসহ হুমায়ুনের ক্যাডার বাহিনী পালিয়ে যায়। আহত হুমায়ুনের পাশে ছিল তার ভাই লোকমানসহ তিন জন। এই চারজনকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে এনে পুলিশ নিশ্চিত হয় এরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। আহত হুমায়ুনের কাছে পুলিশ মৃত্যুকালীন কোনো জবাবন্দি পায়নি বলে জানায়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মো আওরঙ্গজেব মাহবুব বলেন, 'পত্রিকা অনেক কিছু পায়। আমরা তো পাই না। চায়নিজ সেভেন পয়েন্ট সিক্স ক্যালিবার গুলি ১টি পাওয়া গেছে হুমায়ুনের সাথে। যা চায়নিজ এসএমজি, চায়নিজ এলএমজি এবং চায়নিজ রাইফেলে ব্যবহৃত হয়। এই তিনটির যে কোনো অস্ত্র সে ব্যবহার করতে পারে। রাইফেল সেমি অটোমেটিক, এসএমজি সম্পূর্ণ অটোমেটিক। গুলির সংখ্যা এবং ব্রাশফায়ার দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে সম্পূর্ণ অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে গুলি করা হয়েছে'। ১ ডিসেম্বর এসপি অফিসে তিনি এ মতামত দেন।

ফটিকছড়ি পুলিশ এ ঘটনা সম্পর্কে আগে জানতো কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এতো বড় এলাকা আড়াই কিলোমিটার দূরে থানার পুলিশ জানার কথা নয়। মাত্র ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে ঘটেছে ঘটনা। তাছাড়া। ওরা নানুপুর, আজাদীবাজারে মাঝে মাঝেই আসে। মাইজভান্ডারের রাস্তা এটা সুফী বা ধার্মিক লোকেরাই রাতে যায়। সবাই তারাবি নামাজে এ অবস্থায় এ ঘটনা জানার কথা না কারো।' প্রাথমিক তদন্তে ট্রুথফুল কিছু পাননি এবং তদন্তের স্বার্থে তেমন কিছু বলা যাবে না বললেন। তিনি এই প্রতিবেদককে 'জানান সম্প্রতি (অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যার পর) ফটিকছড়ি এলাকার জন্য বাড়তি ফোর্স দেয়া হয়েছে অপারেশন চালাতে। তবে অপারেশন আদৌ হবে কি না বা প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে হবে কিনা সেটা জানাননি। তবে দু'জন শীর্ষ সন্ত্রাসীর মৃত্যুতে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। তথাকথিত অনেক বাহিনী আছে এখনো যাদের গ্রেপ্তার ও অস্ত্র উদ্ধার তৎপরতা চলবে।' সশস্ত্র ফটিকছড়িতে আরো অঘটনের আশঙ্কা অমূলক বলেই তার ধারণা বলে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বাস্তবতা ভিন্ন চিত্রই প্রমাণ করে। যথারীতি রহস্যজনক ভূমিকা পুলিশের। নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী ১ ডিসেম্বর দুপুরে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এবং চট্টগ্রাম জেলা (উত্তর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আওরঙ্গজেব মাহবুব-এর সাথে ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, অভিযোগ বারবার উঠে আসছে তার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

এইট মার্ডারের আসামি, অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যার আসামি সব যেন চট্টগ্রামের উত্তর জনপদে নিশ্চিন্ত অবস্থান নিয়েছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের পুলিশি আশ্রয়, গডফাদারদের আশ্রয়ে অবস্থান এদেশের নিয়মিত চিত্র। এখানেও ব্যতিক্রম নেই সেই চিত্রের। হুন্ডি, স্বর্ণ চোরাচালান, অস্ত্রের স্বর্গরাজ্য-ফটিকছড়ি নাজিরহাট কখনো শান্তিপূর্ণ হবে কি? সন্দেহ রয়েছে এলাকাবাসীর মনে।

লোকমান হুমায়ুনের ভাই

হুমায়ুনের ভাই লোকমান পাঁচলাইশ থানায় গত ৩০ নবেম্বর এ প্রতিবেদককে বলে শিবির ক্যাডার হুমায়ুন তার ভাই, যার জীবনযাত্রা অন্যরকম ছিল– সে জীবন সুন্দর নয়। তাদের সময় মতো খাওয়া, ঘুমে ছিল না। অধ্যক্ষ মুহুরী নীতিবাদী লোক ছিলেন– যাকে হত্যা অন্যায় হয়েছে। বাবা আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক হলেও তারা নীতিবাচক কোনো দলকে সমর্থন করেন না বলে জানান। হুমায়ুন হত্যা তার মনে বিশাল আগুন জ্বালিয়েছে বলে জানায় লোকমান। অধ্যক্ষ হত্যা এবং হুমায়ুন হত্যা দুই ঘটনারই আসামিদের শাস্তি দাবি করেন লোকমান।

হুমায়ুনের এ্যাম্বুলেন্স থেকে গ্রেফতারকৃত চার সন্ত্রাসী

সঙ্গী এবং চাচাতো ভাই আফাজউদ্দিন হত্যার প্রতিশোধস্পৃহা টেনে নেয় তাকে সন্ত্রাসের পথে। ফটিকছড়ির বিপুল অস্ত্রভান্ডার এবং অব্যাহত সন্ত্রাসের মদদদাতা গডফাদারদের অনেক তথ্য হুমায়ুনের জানা ছিল যা হয়তো তার মৃত্যুর কারণে অজানাই থেকে যাবে বলে অনেকের ধারণা।

'৯৩-এর ২৪ মে নাজিরহাটের ঝংকার সিনেমা হলের সামনে ছাত্রলীগ নেতা মোখতার হোসেন মানিক, '৯৫-এর ২৮ জানুয়ারি বাবুপুর বাজারে ফটিকছড়ি ছাত্রলীগ সভাপতি আলী আব্দুল্লাহ, '৯৬-এর ১১ মার্চ ঝংকার সিনেমা হলের সামনে ছাত্রলীগ নেতা আবু তাহের হত্যা, দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছিরের ছোটভাই নাজিম উদ্দিন হত্যায় হুমায়ুনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল বলে সূত্রে প্রকাশ। যে কারণে কারান্তরীণ নাছিরের নির্দেশ ছিল অন্য ক্যাডারদের প্রতি 'তোরা হুমায়ুনকে জামাই আদরে রাখবি, বের হয়ে এসে আমি দেখাবো তাকে...।' হালদা নদীর বালু তোলার ইজারাদার, বিভিন্ন কাজের ঠিকাদার সবাই বাধ্য ছিল হুমায়ুনকে চাঁদা দিতে। কিছু কিছু কর্মকর্তা, গডফাদার এবং ফটিকছড়ির অসংখ্য চা বাগানের ম্যানেজারদের মধ্যে অনেকেই পেট্রোনাইজ করতো দুর্ধর্ষ ক্যাডার হুমায়ুনকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত হতো সাধারণ জনগণ এবং চা বাগানের নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা।

চায়নিজ এসএমজি (একে-৪৭ নামে পরিচিত) ছাড়া হুমায়ুন চলাফেরা করতো না। কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের হুমায়ুন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে তার বীরত্ব জাহির করতো। তবু রহস্যজনক কারণে পুলিশ ছিল নীরব দর্শক, 'পলাতকে'র খাতায় ছিল তার নাম। গত ২৯ নবেম্বর মধ্যসারির ছাত্রলীগ নেতা হত্যার মতো 'সামান্য' কাজ তার বাহিনীই 'অতি সহজে' করতে পারতো যা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে নিজে করতে গেছে এবং পাল্টা গুলিতে নিজেও নিহত হয়েছে– এমন মন্তব্য এক প্রশাসনিক কর্মকর্তার।

হুমায়ুনের নিয়ন্ত্রিত দল ও উপদলের আধিপত্য ছিল ফটিকছড়ি ও নাজিরহাট এলাকায়। তার অধিনস্ত ইয়াকুব লিভার সিরোসিসে মাদ্রাজ গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বর্তমানে হাল ধরেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ। রমজান গ্রুপ কাজীরহাট, নারায়ণহাট, বাগানবাজার এলাকা, দিদারুল আলম গ্রুপ সুন্দরপুর, রাঙ্গামাটিয়া, পাইজং, হারুরাসছড়ি এলাকা, ওসমান গ্রুপ ধুরুং, কাঞ্চননগর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো এতোদিন। এই বাহিনীর প্রচুর অস্ত্রের মজুদ রয়েছে বলে জানা যায়।

এবারের রমজানের প্রথম দিনেই নাজিরহাটের ব্যবসায়ীদের থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে হুমায়ুন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বেশ কটি চায়নিজ এসএমজি, একে-৫৬, জি থ্রিসহ থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিল হুমায়ুনের সাথে এমন তথ্য স্থানীয় সূত্রের।

সুমি খান